গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ১০৯তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	ওবায়দুল কাদের মন্ত্রী
সভার তারিখ	১৯ নভেম্বর ২০২০
সভার সময়	দুপুর ১২:৩০ ঘটিকা
স্থান	Zoom Cloud Meeting App-এর মাধ্যমে
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট-'ক'-তে দেখানো হল।

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ বোর্ডের সভাপতি এবং সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের, এমপি সভায় উপস্থিত সকল সদস্যকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতির সদয় অনুমতিক্রমে সেতু বিভাগের সচিব এবং বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক জনাব মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন সভার আলোচ্যসূচি ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করেন। অতপর: সভায় নিম্নোক্তভাবে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আলোচ্যসূচি-১: ১০৮তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।

সভাপতির অনুমতিক্রমে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক মহোদয় গত ২৩ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ১০৮তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী সভায় উপস্থাপন করেন এবং আলোচনাসহ সিদ্ধান্তসমূহ সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে কি-না সে সম্পর্কে সদস্যবৃন্দের মতামত আহবান করেন। অত:পর ১০৮তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণীর উপর কোন সদস্যের মন্তব্য/আপত্তি না থাকায় সভায় তা সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়করণ করা হয়।

আলোচ্যসূচি-২: ১০৮তম বোর্ড সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি অবহিতকরণ।

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে ড. মো: মনিরুজ্জামান, যুগ্মসচিব ও পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ গত ২৩ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ১০৮তম বোর্ড সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপন করেন। অত:পর সদস্যবৃন্দ গৃহীত সিদ্ধান্তের সার্বিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি যথাযথ পর্যায়ে রয়েছে মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন।

আলোচ্যসূচি-৩: বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্মকর্তা ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট-এর তহবিল ১০ (দশ) কোটি টাকায় উন্নীতকরণ।

এ বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে গত ২৬ নভেম্বর ২০০৮ তারিখে অর্থ বিভাগের সম্মতিক্রমে এবং কর্তৃপক্ষের বোর্ড সভার অনুমোদন সাপেক্ষে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্মকর্তা ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট-এর তহবিল গঠনের প্রাথমিক পর্যায়ে কর্তৃপক্ষের নিজস্ব তহবিল হতে কল্যাণ ট্রাস্ট-এর তহবিলে ৩.০০ (তিন) কোটি টাকা স্থানান্তর করা হয়। বর্তমানে কর্তৃপক্ষের জনবল বৃদ্ধির কারণে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আর্থিক সাহায্য ও অনুদানের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় গত ০১ অক্টোবর ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত 'ট্রাস্টি বোর্ড'-এর সভায় ২০২০-২০২১ অর্থবছরে কর্তৃপক্ষের নিজস্ব তহবিল হতে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করে কল্যাণ ট্রাস্ট-এর তহবিল-এর পরিমাণ ১০.০০ (দশ) কোটি টাকায় উন্নীতকরণের বিষয়ে সুপারিশ করা হয়। উক্ত কল্যাণ ট্রাস্ট-এর তহবিল পরিচালনার জন্য অনুমোদিত কোন নীতিমালা রয়েছে কি-না সে সম্পর্কে বোর্ডের সদস্য ও সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ জানতে চাইলে নির্বাহী পরিচালক জানান যে কল্যাণ ট্রাস্ট-এর তহবিল অনুমোদিত নীতিমালার আলোকে পরিচালিত হচ্ছে। বিস্তারিত আলোচনান্তে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্মকর্তা ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট-এর তহবিল বৃদ্ধি করে ১০(দশ) কোটি টাকায় উন্নীতকরণের প্রস্তাব অনুমোদনের বিষয়ে সদস্যবৃন্দ একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত:

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্মকর্তা ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট-এর তহবিল বৃদ্ধি করে ১০ (দশ) কোটি টাকায় উন্নীতকরণের প্রস্তাব অনুমোদন করা হলো।

বাস্তবায়নে: প্রশাসন অনুবিভাগ, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

আলোচ্যসূচি ৪: নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিঃ-এর অনুকূলে ২১৪ (দুইশত চৌদ্দ) একর জমি ৩০ (ত্রিশ) বছর মেয়াদে ইজারা প্রদান।

এ বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লি: ৮৮.৭৫ মেগাওয়াট (ডিসি) ক্ষমতা সম্পন্ন সোলার পাওয়ার প্লান্ট নির্মাণে বঙ্গবন্ধু সেতুর পশ্চিমপাড়ে (সিরাজগঞ্জ) বাংলাদেশ সেতু কতৃপক্ষের অধিগ্রহণকৃত ৩৪০ (তিনশত চল্লিশ) একর জমি ৩০ (ত্রিশ) বছর মেয়াদে লিজ প্রদানের জন্য অনুরোধ করে।বিদ্যমান বাস্তবতায় উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রায় ২১৪ একর জমি প্রতি শতাংশ বার্ষিক ৫০০.০০ (পাঁচশত) টাকা ইজারা মূল্যে বরাদ্দ প্রদান করা যাবে। উল্লেখ্য, ইতোপূর্বে ৭.৬ মেগাওয়াট সোলার প্লান্ট নির্মাণে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনাপত্তি ও বাসেক এর বোর্ড সভার অনুমোদনক্রমে নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লি: এর অনুকূলে ১২.৪৩ একর জমি ৩০ (ত্রিশ) বছর মেয়াদে প্রতি শতাংশ বার্ষিক ৫০০.০০ (পাঁচশত) টাকা মূল্যে ইজারা প্রদান করা হয়। সে

আলোকে বর্ণিত ২১৪ একর জমি ৩০ (ত্রিশ) বছর মেয়াদে ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয়ের মতামত চাওয়া হয়। ভূমি মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে নিম্নোক্ত মতামত প্রদান করা হয়েছে:

(ক) বঙ্গবন্ধু সেতুর পশ্চিম পাড়ে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের জন্য অধিগ্রহণকৃত জমির মধ্যে ইত:পূর্বে ইকোপার্ক ও বাংলাদেশ রেলওয়ের নিকট বরাদ্দকৃত জমি হতে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে ২১৪ (দুইশত চৌদ্দ) একর জমি ৩০ (ত্রিশ) বছর মেয়াদে বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লি: (এনডব্লিউপিজিসিএল)-এর অনুকূলে লিজ প্রদান করা যাবে;

(খ) এ বিষয়ে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৬-এর ৭ ধারায় গঠিত বোর্ড-এর যথাযথ অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে;

(গ) লিজ গ্রহীতাকে সেতু বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শর্তাবলি অনুসরণ করতে হবে; এবং

(ঘ) ভবিষ্যতে সেতু বিভাগের প্রয়োজন হলে নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি সেতু বিভাগের অনুকূলে বিবেচ্য জমি ফেরৎ দিতে বাধ্য থাকবে।

অত:পর আলোচনায় অংশগ্রহণ করে সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয় বলেন যে, সোলার পাওয়ার প্লান্ট পরিবেশ বান্ধব। তিনি এ উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান। বিস্তারিত আলোচনান্তে ভূমি মন্ত্রণালয়ের মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে বর্ণিত ২১৪ একর জমি ৩০ (ত্রিশ) বছর মেয়াদে ইজারা প্রদানের বিষয়ে সকলে একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত:

বঙ্গবন্ধু সেতুর পশ্চিম পাড়ে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের জন্য অধিগ্রহণকৃত জমির মধ্যে ইত:পূর্বে ইকোপার্ক ও বাংলাদেশ রেলওয়ের নিকট বরাদ্দকৃত জমি হতে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে ২১৪ (দুইশত চৌদ্দ) একর জমি প্রতি শতাংশ বার্ষিক ৫০০.০০ (পাঁচশত) টাকা ইজারা মূল্যে ৩০ (ত্রিশ) বছর মেয়াদে বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লি: (এনডব্লিউপিজিসিএল)- এর অনুকূলে ইজারা প্রদানের প্রস্তাব অনুমোদন করা হলো।

বাস্তবায়নে: প্রশাসন অনুবিভাগ, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

আলোচ্যসূচি-৫: সেতুর টোল হার বৃদ্ধিকরণ।

বর্ণিত বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের আওতাধীন ২টি সেতু হতে বর্তমানে টোল আদায় হচ্ছে। এর মধ্যে বঙ্গবন্ধু সেতুর টোল হার প্রথমে ১৯৯৭ সনে নির্ধারণ করা হয় এবং দীর্ঘ ১৪ বছর পর ২০১১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে টোল হার গড়ে প্রায় ১৭% বৃদ্ধি করা হয়।এছাড়া মুক্তারপুর সেতুর টোল হার ২০০৮ সালে নির্ধারণ করা হলেও এ পর্যন্ত টোল হার আর বৃদ্ধি করা হয়নি। সেতু দু'টির টোল হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের গঠিত কমিটি সেতুতে চলাচলকারী যানবাহনের নতুন শ্রেণীবিন্যাস করত: গড়ে ৪০-৪৫ ভাগ টোল হার বৃদ্ধির সুপারিশ করে প্রতিবেদন দাখিল করে। তিনি আরও বলেন যে, ইত:পূর্বে ২০১৭ সনে অর্থ বিভাগের সম্মতিক্রমে অনুরূপ হারে টোল বৃদ্ধির একটি উদ্যোগ নেয়া হলেও তা চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়নি। তিনি টোল হার বৃদ্ধির প্রস্তাবের ওপর সদস্যবৃন্দের মতামত আহবান করেন।

এ পর্যায়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করে সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এবং সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ সেতুর টোল হার সর্বোচ্চ ১৫-২০ ভাগ বৃদ্ধির বিষয়ে একমত পোষণ করেন। এছাড়া, জনসাধারণের উপর টোল বৃদ্ধির প্রভাব সহনীয় পর্যায়ে রাখার জন্য ধাপে ধাপে টোল হার বৃদ্ধি করা সমীচীন হবে মর্মেও তাঁরা অভিমত ব্যক্ত করেন।

বিস্তারিত আলোচনান্তে সভাপতি মহোদয় বলেন যে সরকারের রাজস্ব আদায় বাড়ানোর জন্য সেতুর টোল হার বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। তবে, বর্তমানে কোভিড-১৯ মহামারির ফলে উদ্ভূত আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে সেতুর টোল হার বৃদ্ধি করা হলে তা জনসাধারণের উপর বাড়তি চাপ ফেলবে। এ পরিপ্রেক্ষিতে সেতুর টোল হার বৃদ্ধির প্রস্তাব আপাততঃ স্থগিত রেখে প্রস্তাবিত টোলহার বাস্তবতার নিরিখে পুনর্নির্ধারণকরত: আগামী ফেব্রুয়ারি/মার্চ ২০২১ নাগাদ অনুষ্ঠেয় পরবর্তী বোর্ড সভায় পুনরায় প্রস্তাব উপস্থাপনের জন্য তিনি নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত:

বর্তমানে কোভিড-১৯ মহামারির ফলে উদ্ভূত আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের আওতাধীন বঙ্গবন্ধু সেতু এবং মুক্তারপুর (৬ষ্ঠ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী) সেতুর টোল হার বৃদ্ধির প্রস্তাব আপাততঃ স্থগিত রেখে প্রস্তাবিত টোল হার বাস্তবতার নিরিখে পুনর্নির্ধারণকরত: আগামী ফেব্রুয়ারি/মার্চ ২০২১ নাগাদ অনুষ্ঠেয় পরবর্তী বোর্ড সভায় পুনরায় প্রস্তাব উপস্থাপন করতে হবে।

বাস্তবায়নে: পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগ এবং কারিগরি অনুবিভাগ, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

আলোচ্যসূচি-৬: অর্থ মন্ত্রণালয়ের চাহিদা মোতাবেক কর্তৃপক্ষের বিবিএ ফান্ড হতে উদ্বৃত্ত ৪০০ (চারশত) কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমাকরণ বিষয়ে অবহিতকরণ।

স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত, সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ, পাবলিক নন-ফাইন্যান্সিয়াল কর্পোরেশনসহ স্ব-শাসিত সংস্থাসমূহের উদ্বৃত্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান আইন, ২০২০ এর ধারা ৪ ও ৫-এর বিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের বিবিএ তহবিলের উদ্বৃত্ত অর্থ হিসেবে ২০১৯-২০ অর্থবছরে সর্বমোট ৪০০.০০ (চারশত) কোটি টাকা মোট ৮ কিস্তিতে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে।

এ বিষয়ে সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ জানান যে, ২০১৯-২০ অর্থবছরে সরকারের রাজস্ব ঘাটতি পূরণে এ অর্থ সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। এর ফলে সরাকারি কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি পরিশোধ করা সহজতর হয়েছে। এ কারণে তিনি বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান।

আলোচ্যসূচি-বিবিধ: নতুন আবাসিক ভবন নির্মাণ।

এ বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, সেতু বিভাগ, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য রিসেটেলমেন্ট ভিলেজে আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ এগিয়ে চলছে। 'সি' ব্লকে কর্মকর্তাদের জন্য ২টি এবং 'ডি' ব্লকে কর্মচারীদের জন্য ১টিসহ মোট তিনটি ভবন নির্মাণাধীন রয়েছে। কর্মকর্তাদের জন্য নির্মাণাধীন ভবন দু'টির সবগুলো ফ্ল্যাটের বরাদ্দ প্রদান ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। ফলে বোর্ডের নতুন সদস্যবৃন্দ, সেতু বিভাগ, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তাদের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদানের জন্য আর কোন ফ্ল্যাট অবশিষ্ট নাই। বোর্ডের নতুন সদস্যবৃন্দ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাদের ফ্ল্যাটের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে নতুন একটি ভবন নির্মাণ করার প্রয়োজন হবে। তিনি বোর্ডের নতুন সদস্যবৃন্দ, সেতু বিভাগ, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তাদের জন্য ফ্ল্যাটের বাড়তি চাহিদা পূরণের জন্য একটি নতুন ভবন নির্মাণের প্রস্তাব করেন। বোর্ডের সদস্যবৃন্দ উত্থাপিত প্রস্তাবটি সদয় বিবেচনার জন্য সভাপতি মহোদয়কে অনুরোধ জানান। বিস্তারিত আলোচনান্তে সভাপতি মহোদয় বোর্ডের নতুন সদস্যবৃন্দ, সেতু বিভাগ, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তরের কর্মকর্তাদের জন্য রিসেটেলমেন্ট ভিলেজের উপযুক্ত স্থানে নতুন একটি আবাসিক ভবন নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত:

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ বোর্ডের নতুন সদস্যবৃন্দ, সেতু বিভাগ, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তরের কর্মকর্তাদের জন্য রিসেটেলমেন্ট ভিলেজের উপযুক্ত স্থানে নতুন একটি আবাসিক ভবন নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হলো।

বাস্তবায়নে: প্রশাসন অনুবিভাগ এবং কারিগরি অনুবিভাগ, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ।

সভায় আলোচনার জন্য আর কোন বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্য ও কর্মকর্তাগণকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ওবায়দুল কাদের
মন্ত্রী

স্মারক নম্বর: ৫০.০১.০০০০.৩০১.০৬.০০২.২০.১৫২

তারিখ: ৯ অগ্রহায়ণ ১৪২৭
২৪ নভেম্বর ২০২০

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ
২) সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
৩) সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ
৪) সিনিয়র সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
৫) সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৬) সচিব, সেতু বিভাগ
৭) সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়
৮) সচিব , অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
৯) সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
১০) সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
১১) সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ
১২) সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়
১৩) সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
১৪) অতিরিক্ত সচিব , উন্নয়ন অনুবিভাগ , সেতু বিভাগ
১৫) যুগ্ম-সচিব, প্রশাসন অনুবিভাগ , সেতু বিভাগ
১৬) পরিচালক, পরিচালক (প্রশাসন) এর দপ্তর, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
১৭) পরিচালক, পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) এর দপ্তর, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
১৮) পরিচালক, পরিচালক (অর্থ ও হিসাব) এর দপ্তর, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
১৯) প্রধান প্রকৌশলী, প্রধান প্রকৌশলী এর দপ্তর , বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
২০) মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মন্ত্রীর দপ্তর, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
২১) নির্বাহী পরিচালকের একান্ত সচিব, নির্বাহী পরিচালক এর দপ্তর, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

ড. মোঃ মনিরুজ্জামান
পরিচালক